স্থানীয় সরকার বিভাগ

সিটি কর্পোরেশনের সড়ক, ভবন ও স্থাপনা নামকরণ নীতিমালা ২০১৪

স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

সিটি কর্পোরেশনের সড়ক, ভবন ও স্থাপনা নামকরণ নীতিমালা ২০১৪

সমাজ বা জাতীয় জীবনে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন সড়ক, ভবন ও স্থাপনার নামকরণ, সড়ক নামকরণের মাধ্যমে সড়ক সংলগ্ন আবাসন/প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি/ঠিকানা নির্দিষ্টকরণে সহায়তা প্রদান এবং সড়ক, ভবন ও স্থাপনা নামকরণের কাজটি সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যে সরকার নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করলেন।

১। শিরোনাম ও বলবৎ ঃ এই নীতিমালা "সিটি কর্পোরেশনের সড়ক, ভবন ও স্থাপনা নামকরণ নীতিমালা ২০১৪" নামে অভিহিত হবে এবং জারির তারিখ থেকে বলবৎ হবে।

২। পরিধি ঃ এই নীতিমালা স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ এর অধীনে গঠিত সকল সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকার সড়ক, ভবন ও স্থাপনা নামকরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৩। পারিভাষিক শব্দাবলি (Terminology) ঃ

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকলে, এই নীতিমালায় নিম্নলিখিত শব্দগুলো নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত হবেঃ

(১) আইন	ঃ	"আইন" অর্থ "সিটি করর্পোরেশন (স্থানীয় সরকার) আইন ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন)"।
(২) কর্তৃপক্ষ	ঃ	"কর্তৃপক্ষ" অর্থ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ এর অধীনে গঠিত সকল সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ।
(৩) কর্পোরেশন	ঃ	"কর্পোরেশন" অর্থ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ এর অধীনে গঠিত সকল সিটি কর্পোরেশন
(৪) মেয়র/প্রশাসক	ঃ	"মেয়র" অর্থ সিটি কর্পোরেশন এর মেয়র প্রশাসক।
(৫) নামকরণ	ঃ	"নামকরণ" অর্থ কর্পোরেশনের আওতাধীন সড়ক, ভবন ও স্থাপনার নামকরণ।
(৬) সড়ক, ভবন ও স্থাপনা	ঃ	"সড়ক, ভবন ও স্থাপনা" অর্থ কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকার সড়ক, পার্ক, খেলার মাঠ, ফুটওভার ব্রীজ, ফ্লাইওভার, কমিউনিটি সেন্টার, সড়ক দ্বীপ ইত্যাদি।
(৭) নামকরণ উপ-কমিটি	ঃ	"নামকরণ উপ-কমিটি" অর্থ সড়ক, ভবন ও স্থাপনা নামকরণের জন্য এ নীতিমালার অধীনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত উপ-কমিটি।

৪। নামকরণ উপ- কমিটি ঃ

(১) সকল সিটি কর্পোরেশনে সড়ক, ভবন ও স্থাপনা নামকরণ প্রস্তাব যাচাই-বাছাই করার জন্য নিম্নরূপ কমিটি থাকবে ঃ

ক্রমিক	পদবী	নামকরণ উপ-কমিটির পদবী
১.	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	আহবায়ক
২.	ঢাকা উত্তর/ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতিনিধি	সদস্য
৩.	জেলা প্রশাসক/ প্রতিনিধি	সদস্য
৪.	সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর	সদস্য
৫.	বিভাগীয় প্রধান, প্রকৌশল বিভাগ	সদস্য
৬.	বিভাগীয় প্রধান, সম্পত্তি বিভাগ	সদস্য
৭.	বিভাগীয় প্রধান, রাজস্ব বিভাগ	সদস্য
৮.	সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা	সদস্য
৯.	বিভাগীয় প্রধান, নগর পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্য সচিব

কমিটি প্রয়োজনবোধে, স্থানীয় প্রথিতযশা ব্যক্তি, ইতিহাসবিদ, গবেষককে কমিটিতে কো-অপ্ট করতে পারবে।

৫। নামকরণ উপ- কমিটির কার্যপরিধি ঃ

(১) আহ্বায়কের সম্মতিক্রমে সদস্য সচিব সভা আহবান করবেন। সভার নোটিশে/বিজ্ঞপ্তিতে আলোচ্য বিষয় উল্লেখ থাকবে হবে।

(২) সদস্য সচিব সভার কর্মসূচি প্রণয়ন, সড়ক, ভবন ও স্থাপনার নামকরণ সংক্রান্ত আবেদন/প্রস্তাব সভায় উপস্থাপন করবেন।

(৩) সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

(৪) সদস্য সচিব সভার সিদ্ধান্ত প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য কার্যবিবরণী আকারে যথানিয়মে মেয়র/প্রশাসক মহোদয়ের নিকট উপস্থাপন করবেন।

(৫) এই কমিটি সড়ক, ভবন ও স্থাপনা নামকরণ, নামফলক স্থাপন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম মনিটরিং ও সমন্বয় করবে।

(৬) সড়ক/অবকাঠামোর নতুন নামকরণের আবেদন/প্রস্তাব প্রাপ্তির পর "নামকরণ উপ–কমিটি" বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যাচাই-বাছাই করে উপ-কমিটির সভার সুপারিশ/সিদ্ধান্ত মেয়র/প্রশাসকের অনুমোদনের পর (নির্বাচিত মেয়র/কাউন্সিলর থাকলে) সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ সভায় উপস্থাপনপূর্বক সুপারিশ/অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। সাধারণ সভার সুপারিশ/সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নামকরণের প্রস্তাব সরকারের পূর্বানুমোদনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। সাধারণ সভা না হলে মেয়র/প্রশাসকের অনুমোদন/সুপারিশ প্রস্তাব সরকারের পূর্বানুমোদনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। সরকারের পূর্বানুমোদন প্রাপ্তির পর নামকরণ চূড়ান্ত করতে হবে।

(৭) সংরক্ষিত/বিশেষ এলাকা যেমন-জাতীয় সংসদ এলাকা, বিমান বন্দর এলাকা এবং সংরক্ষিত /বিশেষ এলাকাসহ ইত্যাদি এলাকার মধ্যে অবস্থিত কোন সড়ক/অবকাঠামোর নামকরণের ক্ষেত্রে উক্ত এলাকার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে।

(৮) সড়ক, ভবন ও স্থাপনার নামকরণের ক্ষেত্রে সড়ক, ভবন ও স্থাপনা ব্যক্তিমালিকানাধীন হলে উহা সিটি কর্পোরেশনের হস্তান্তর করতে হবে।

(৯) সড়ক, ভবন ও স্থাপনার নামকরণের ক্ষেত্রে দীর্ঘ ও জটিল নামকরণ যথাসম্ভব পরিহার করে সংক্ষিপ্ত, সহজ ও সকলের নিকট সহজবোধ্য ও গ্রহণযোগ্য নামকরণের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।

(১০) কোন স্থাপনার নামকরণ চূড়ান্ত হলে, নামকরণের যথার্থতার পক্ষে সকল তথ্য, দলিল ,নথি ও চূড়ান্তকরণের পরে কার্যবিবরণী,-সরকারী অনুমোদন, সিটি কর্পোরেশনের অফিস আদেশসমূহ সদস্য সচিবের দপ্তরে বিশেষভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

৬। সড়ক, ভবন ও স্থাপনা নামকরণের আবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে করণীয় ঃ

(১) সড়ক, ভবন ও স্থাপনা নামকরণের ক্ষেত্রে সাদা কাগজে আবেদন/প্রস্তাব মেয়র/প্রশাসক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর পেশ করতে হবে। যে কোন নাগরিক বা উপ-কমিটির সদস্য এরূপ আবেদন/প্রস্তাব করতে পারবেন।

(২) যে ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ/প্রতিষ্ঠানের নামে সড়ক, ভবন ও স্থাপনার নামকরণের প্রস্তাব করা হচ্ছে তা সুনির্দিষ্টভাবে (হোল্ডিংসহ) এবং কেন নামকরণের জন্য প্রস্তাব দেয়া হচ্ছে বিষয়টি আবেদন/প্রস্তাবে উল্লেখ থাকতে হবে।

(৩) প্রস্তাবিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও সমাজে তাঁর অবদানের উল্লেখসহ বর্ণিত সড়ক/ভবন/স্থাপনার স্কেচ ম্যাপ (লোকেশন ম্যাপ/লে আউট) সংযুক্ত করতে হবে।

(৪) সড়কটির পূর্ব নাম বা পরিচয় (যদি থাকে) তা উল্লেখ করতে হবে।

(৫) সড়ক, ভবন ও স্থাপনার নামকরণের ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনের মালিকানা ব্যতীত ব্যক্তিমালিকানাধীন বা অন্য কোন সংস্থার হলে হোল্ডিং ট্যাক্সসহ অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনের হালনগাদ পাওনা পরিশোধ করতে হবে।

(৬) একই ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে পূর্বে সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় বা অন্য কোন এলাকায় কোন সড়ক, ভবন বা স্থাপনার নামকরণ করা হয়ে থাকলে তা উল্লেখ করতে হবে।

৭। সড়ক, ভবন ও স্থাপনা নামকরণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান ঃ

যে কোন ব্যক্তি (জীবিত বা মৃত) বা প্রতিষ্ঠানের নামে সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন সড়ক, ভবন ও স্থাপনা নামকরণের জন্য প্রস্তাব দেয়া যাবে। তবে সড়ক, ভবন ও স্থাপনা নামকরণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ বা প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে ঃ

(১) শহীদ মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা, বীরমুক্তিযোদ্ধা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা /গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আত্মদানকারী ব্যক্তি, ভাষা সৈনিক ও জাতীয় খেতাব প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ।

(২) মানব কল্যাণে বিশেষ অবদান রয়েছে এরূপ ব্যক্তি/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান।

(৩) জীবিত বা মৃত প্রথিতযশা ব্যক্তিবর্গ (যথা - বৈজ্ঞানিক/শিক্ষাবিদ/কবি/শিল্পী/লেখক/সাংবাদিক/ সমাজসেবক)।

(৪) জীবিত বা মৃত মেয়র/প্রশাসক/কাউন্সিলর/দাতা/শিক্ষানুরাগী যাদের নামে ইতোপূর্বে কোন সড়ক, ভবন ও স্থাপনার নামকরণ করা হয়নি এমন ব্যক্তিবর্গ।

(৫) নামকরণের জন্য প্রস্তাবিত সড়ক, ভবন ও স্থাপনা তৈরী/নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অবদান রয়েছে এরূপ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান।

৮। সড়ক, ভবন ও স্থাপনা অবকাঠামো নামফলক স্থাপন ঃ

(১) চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত সকল সড়ক, ভবন ও স্থাপনার নামফলক স্থাপন করতে হবে যা সুনির্দিষ্ট মাপের, দৃষ্টিনন্দন ডিজাইন ও উন্নত সামগ্রী হতে হবে।

(২) অনুমোদিত সড়কের নামফলক সড়কের দু'মাথায় স্থাপিত হবে। তবে সড়কের দৈর্ঘ্য বেশী হলে মাঝে মাঝে নামফলক স্থাপন করতে হবে। নামফলক স্থাপনের ক্ষেত্রে ট্রাফিক, যান বা জন চলাচলের সমস্যা না হয় সেদিকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

(৩) নামফলক স্থাপনের ক্ষেত্রে অবকাঠামোর অবস্থানের উপর ভিত্তি করে (সাইজ, নির্মাণ সামগ্রী ও সংখ্যা বিবেচনায়) স্থাপন করতে হবে।

(৪) স্থাপিত নামফলক যাতে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন, রং করা থাকে এ জন্য সড়ক, ভবন ও স্থাপনার নামকরণ উপ-কমিটির সদস্য সচিব/সদস্যগণ সকল নামফলক নিয়মিত মনিটরিং করবেন ও কোন ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হলে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবেন।

(৫) সড়ক/অবকাঠামোর নামকরণ ও নামফলক স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল বিধি বিধান যথাযথ অনুসরণ করতে হবে।

০৯। সড়ক, ভবন ও স্থাপনার নামকরণ ও নামফলকের পরিচিতি ঃ

(১) নতুন সড়ক, ভবন ও স্থাপনা নামফলকের পরিচিতির ক্ষেত্রে জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে নতুন সড়ক, ভবন ও স্থাপনার পরিচিতি নগরবাসীর নিকট তুলে ধরতে হবে। তাছাড়া নামফলক উন্মোচন অনুষ্ঠানে স্থানীয় বাসিন্দা ও জনপ্রতিনিধিসহ বিভিন্ন পেশা/সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে।

(২) সড়কের নামকরণ অনুযায়ী হোল্ডিং ঠিকানা পরিবর্তন, ট্রেড লাইসেন্স ইস্যুসহ সিটি কর্পোরেশনের সকল কার্যক্রমে উক্ত সড়ক, ভবন ও স্থাপনার নাম ব্যবহার করতে হবে। অনুরূপভাবে অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানকে নতুন নাম ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

(৩) প্রতিটি নতুন নামকরণের ক্ষেত্রে পূর্বের নাম নতুন নামকরণের তারিখ ও অফিস আদেশসমূহ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১০। অবৈধ নামফলক সনাক্তকরণ ঃ

(১) সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় স্থাপিত অননুমোদিত বা অবৈধ নামফলক সনাক্ত করে তা দ্রুত অপসারণ/উচ্ছেদের ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) কর্তৃপক্ষ অবৈধ নামফলক সনাক্তকরণ ও উচ্ছেদের নিমিত্ত সুপারিশ/প্রতিবেদন দাখিলের জন্য ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি মনিটরিং সাব-কমিটি গঠন করতে পারবে।

(৩) অবৈধ নামফলক নির্ধারিত কর্মদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি /প্রতিষ্ঠান অপসারণ না করলে অবৈধ কাঠামো হিসেবে সিটি কর্পোরেশন বিধি মোতাবেক উচ্ছেদ অথবা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

১১। নামকরণ সংশোধন/পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংযোজন ঃ

সড়ক, ভবন ও স্থাপনা নামকরণ চূড়ান্ত হওয়ার পর উক্ত সড়ক, ভবন ও স্থাপনার নামকরণ সংশোধন/পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংযোজনের ক্ষেত্রে "নামকরণ উপ-কমিটি" বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষা, যাচাই বাছাই করে সুপারিশ/সিদ্ধান্ত মেয়র/প্রশাসকের অনুমোদনের পর (নির্বাচিত মেয়র/কাউন্সিলর থাকলে) সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ সভায় উপস্থাপনপূর্বক সুপারিশ অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। সাধারণ সভার সুপারিশ/সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নামকরণ সংশোধন/পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংযোজনের প্রস্তাব সরকারের পূর্ব অনুমতির জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। সাধারণ সভা না হলে মেয়র/প্রশাসকের অনুমোদন/সুপারিশ প্রস্তাব সরকারের পূর্বানুমোদনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। সরকারের পূর্বানুমোদন প্রাপ্তির পর নামকরণ সংশোধন/পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংযোজনের প্রস্তাব চূড়ান্ত করতে হবে।

১২। বিবিধ ঃ

(১) সিটি কর্পোরেশনের অনুমতি ব্যতিরেকে সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন সীমানার ভিতর সড়ক, ভবন ও স্থাপনার নামকরণ করা যাবে না।

(২) কোন সড়কের অংশবিশেষ সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে এবং অপর অংশ সিটি কর্পোরেশনের বাহিরে অবস্থিত হলে এ ধরণের সড়কের নামকরণের ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন সংশ্লিষ্ট কর্পোরেশন/পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদের সম্মতিক্রমে সড়কের নামকরণ বাস্তবায়ন করতে পারবে।

(৩) পূর্বে বা বিদ্যমান নাম পরিবর্তন করে নতুন নামকরণের ক্ষেত্রে পূর্বের নামের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সুরক্ষার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।

১৩। নীতিমালার প্রাধান্য ঃ

(১) সড়ক/অবকাঠামো নামকরণের ক্ষেত্রে অন্য কোন নীতিমালায় যা কিছুই থাকুকনা কেন, জারীর তারিখ থেকে এ নীতিমালা কার্যকর হবে।

(২) এ নীতিমালা জারীর পূর্বে বাস্তবায়িত নামকরণ যথাযথ বলে গণ্য হবে।

মনজুর হোসেন
সিনিয়র সচিব